



# খবর (বিকৃত নয়.....সবটাই বাস্তব) দিনভর

আগরতলা, ২৮ ফাল্গুন, ১৪২৯ বাংলা, সোমবার



Khabor Dinbhar • Daily • 1st Year • Issue 204 • Monday • 13 March, 2023. e-mail: khabardinbhar@gmail.com. Page-1 • Rs. 3.00/-

## বিজয় মিছিল করে শত শত নারী-পুরুষের উপস্থিতিতে সংবর্ধনা দেয়া হলো মজলিশপুরে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী ও প্রদেশ বিজেপি সভাপতিকে



খবর দিনভর প্রতিনিধি আগরতলা ১২ মার্চ। মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজয় মিছিল ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। রবিবার ভারতীয় জনতা পার্টির ঐতিহাসিক জয় উপলক্ষে জিরানিয়া মহকুমা শাসকের অফিস সংলগ্ন ময়দানে হয় অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে বিজয় মিছিল শেষে মজলিশপুর কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী ও ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্যকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এদিন সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আগে মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকা থেকে সুবিশাল মিছিল বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। জিরানিয়ার মহকুমা শাসকের অফিস সংলগ্ন মাঠে এসে শেষ হয়। এই বিজয় মিছিলে আগত দলীয় কর্মী

সমর্থক ও কার্যকর্তাদের সম্বোধন করতে গিয়ে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, যারা আমাকে ভোট দিয়ে মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করেছেন, তাদের সকলকে ধন্যবাদ! আমার সহযোগী যুব মোর্চার ভাইদের এবং মহিলা মোর্চার বোনদেরকেও ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এই জয় একা আমার, ভারতীয় জনতা পার্টিরই জয় নয়, এই জয় আপনাদের প্রত্যেকের! এই জয় মজলিশপুরের সকল গণদেবতার জয়। মন্ত্রী বলেন আপনাদের যে ভালোবাসা ও বিশ্বাস আমাকে এই নির্বাচনে জয়ী করেছে, সেই ভালোবাসা ও বিশ্বাসের উপযুক্ত যেন আমি হতে পারি। সেই ভরসার মর্যাদা রাখতে বিধায়ক হিসেবে ১০ মজলিশপুর বিধানসভার জন্য এবং একই সঙ্গে মন্ত্রী হিসেবে সারা রাজ্যের জনগণের জন্য আমি অপ্রাণ কাজ করে যেতে চাই। যে কাজ করে না, তার ভুল ক্রটি হয় না। যে কাজ করে, তার ভুল-ক্রটি হয়। তিনি আরো বলেন সুশান্ত চৌধুরী সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস এই মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে নিরলস কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকার করেন। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মজলিশপুর মন্ডলের মন্ডল সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক, ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার সদর গ্রামীণ জেলার সভাপতি সুমন দাস, জিরানিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মঞ্জু দাস, ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীমত দেবনাথ, জিরানিয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রতন কুমার দাস, ভাইস চেয়ারপার্সন রীতা দাস, রানীরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অর্পণা শুক্ল দাস, ভাইস-চেয়ারপার্সন প্রবীর কুমার দাস, জিরানিয়া ব্লক এডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান শোভামণি দেববর্মী।

## প্রদেশ নেতৃত্ব ও মোর্চার সভাপতিদের নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক বিজেপি সভাপতির উপস্থিতিতে



খবর দিনভর প্রতিনিধি আগরতলা ১২ মার্চ। ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ নির্বাচনী কার্যালয়ে সাংগঠনিক বৈঠক। রবিবার এই সাংগঠনিক বৈঠক হয় প্রদেশ কমিটির সকল পাদিকারীগণ এবং সকল মোর্চার সভাপতিদের সঙ্গে নিয়ে। এতে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক তথা মন্ত্রী টিংকু রায়, সাধারণ সম্পাদক পাণিয়া দত্ত, অমিত রক্ষিত সহ অন্যান্যরা। বৈঠকে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।

## দাঁড়িপাল্লায় উঠল মন্ত্রী! অভিনব পদ্ধতির সংবর্ধনায় লাড্ডু বিতরণ



খবর দিনভর তেলিয়ামুড়া প্রতিনিধি : মন্ত্রী হিসেবে মনোনীত হওয়ার পর নিজ বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় প্রতিদিন সংবর্ধনায় ভাসছেন রাজ্যের উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মী। ইতিমধ্যে মন্ত্রীকে সামনে রেখে ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রান্তে বিজয় উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় নবনির্বাচিত বিধায়ক সহ মন্ত্রীদের সংবর্ধনা চলছে বেশ সাড়া জাগিয়ে। তবে আজ অত্যন্ত অভিনব পদ্ধতিতে সংবর্ধিত করা হলো মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মীকে। নিজ বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত খাসিয়ামঙ্গল বাজারে আজ স্থানীয় কার্যকর্তাদের সাথে দেখা করতে যান মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মী। স্থানীয় স্তরের কার্যকর্তার বিকাশ দেববর্মীকে সংবর্ধনা জানাতে গিয়ে মন্ত্রী বাহাদুরকে বাজারের ওজন পরিমাপক দাঁড়িপাল্লায় বসিয়ে দেন। এরপর মন্ত্রীর সম ওজনের (৭৪ কেজি) লাড্ডু সংশ্লিষ্ট বাজারসহ গোটা এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হয় শুভেচ্ছা স্মারক হিসেবে। গোটা বিষয়টা নিয়ে সাধারণ বিজেপি কার্যকর্তা, উপস্থিত নেতৃত্ব সহ সমস্ত অংশের মধ্যে দারুন উদ্দীপনা তৈরি হয়। এদিকে এই বিষয় নিয়ে নিজেও অত্যন্ত রোমাঞ্চিত, এমনটাই অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন রাজ্যের নবনিযুক্ত উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মী। বরাবরের মতোই শ্রী দেববর্মী আজ আরও একবার দাবি করলেন মন্ত্রী হিসেবে নয়, সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে গোটা রাজ্যের সাথে সাথে নিজ বিধানসভা এলাকার সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক ব্যবস্থার মান উন্নয়নে সচেষ্ট থাকবেন। দাঁড়িপাল্লায় উঠিয়ে নিজ ওজনের সম ওজনের লাড্ডু বিতরণ সম্পর্কে সহাস্য বদনের বিকাশ দেববর্মীর উক্তি হচ্ছে কার্যকর্তার নিজেদের ইচ্ছেমতো স্বাধীনভাবে উচ্ছাস যে দেখাচ্ছেন, এটা তারই বহিঃপ্রকাশ।

## ক্রীড়া পর্বদের রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি আগরতলা ১২। উৎসবের পর রাজ্যে অনুষ্ঠিত হয় বিধানসভা নির্বাচন। আর এই নির্বাচন নিয়ে রাজ্যের প্রায় প্রতিটি অংশের মানুষ ছিলেন ব্যস্ত। আর প্রত্যেকের এই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল গুলির ব্রাদ ব্যাক গুলিতে দেখা দেয় চরম রক্তের সংকট। ব্রাদ ব্যাকে রক্তের সন্ধান থাকার দরুন প্রতিনিয়ত বাহাত হচ্ছে মুম্বই রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা। চাহিদার তুলনায় যোগান অনেকটা কম থাকায় বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই মুম্বই রোগীদের চিকিৎসা চলছিল জেনারেলের সাহায্যে। এতেই যেন সমস্যা সমাধান নেই। যিনি উজ্জ্বল ব্রাদ ব্যাক গুলির কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে চিকিৎসকরা। তাই ভোঁদের দামামা শেষ হতেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন থেকে শুরু করে প্রতিটি রাজনৈতিক দল এর কাছে আত্মীয় জানায় রক্তদান শিবির আয়োজনের। আর তাদের এই আহবানে এবার এগিয়ে এলো ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ব। রবিবার সরকারি জুটের দিন এমনটাই দেখা গেল রাজধানীর আগরতলায় এনআরসিমেতে। ক্রীড়া পরিষদের উদ্যোগে এদিন আয়োজিত হয় এক খেছা রক্তদান শিবির। উদ্দেশ্য্য একটাই ব্রাদ ব্যাকের রক্তসন্ধান খানিকটা দূরীকরণ। পর্বদের এই মহতী কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এদিন উপস্থিত ছিলেন খ্যাতনামা জিমন্যাস্ট রাজীব গান্ধী খেলরত্ন পুরস্কার বিজয়ী রাজ্যের গর্ব সোনার মেয়ে দীপা কর্মকার। এছাড়াও ছিলেন ক্রীড়া পর্বদের যুগ্ম সচিব সরযু চক্রবর্তী সহ পর্বদের অন্যান্য কর্মকর্তার। এই শিবিরকে ঘিরে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এদিন লক্ষ্য করা গেল ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা। এদিনের এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে দীপা কর্মকার রাজ্যের প্রতিটি অংশের মানুষের কাছে আত্মীয় জানান, বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্রাদ ব্যাকের রক্তসন্ধান দূরীকরণে সবাইকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসার।

## বিশালগড় মহকুমা রাষ্ট্রবাদী কর্মচারীবৃন্দের উদ্যোগে দুই বিধায়ককে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন

খবর দিনভর বিশালগড় প্রতিনিধি ১১। রবিবার বিকেলে বিশালগড় সুরা কিরণ হলে বিশালগড় মহকুমা রাষ্ট্রবাদী কর্মচারীবৃন্দের উদ্যোগে বিশালগড় মহকুমার দুই বিধায়ককে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ১৬ বিশালগড় বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুশান্ত দেব, ১৫ কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিদায়িকা অন্তরা সরকার দেব দুজনকেই সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বিশালগড় মহকুমা রাষ্ট্রবাদী কর্মচারীবৃন্দের উদ্যোগে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিপাহী জলা জেলা বিজেপি উত্তরের সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক, বিশালগড় বিধানসভা কেন্দ্রের বিস্তারক পশ্চিমবঙ্গের রাজিব ভৌমিক, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশালগড় মহকুমা কমিটির সভাপতি সুজিত ভৌমিক, এছাড়া উপস্থিত



ছিলেন সমাজসেবী সুরত চৌধুরী, সাধন চন্দ্র সাহা সহ বিশালগড় মহকুমা রাষ্ট্রবাদী কর্মচারীবৃন্দের নেতৃত্বরা। বিশালগড় মহকুমা ও রাষ্ট্রবাদী কর্মচারীবৃন্দের উদ্যোগে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে বিশালগড় মহকুমা তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রের কর্মচারীরা আজ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে দুই বিধায়ককে উজ্জীয়া স্মারক এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করেন। সম্বর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে বিশালগড় বিধানসভা কেন্দ্রের তরুণ বিধায়ক সুশান্ত দেব বলেন ভোট পেয়েছে কিনা আমি জানিনা কিন্তু সকলের আশীর্বাদে ভালোবাসা পেয়ে বিধায়ক হয়ে কাজ করার সুযোগ পেয়ে সকল কর্মচারী বৃন্দের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমার মধ্যে যেন বিধায়ক ভাবটা না আসে আগে যেভাবে কাজ করেছি ঠিক অনুরূপভাবে আগামী দিনেও আপনাদের সবাই আশীর্বাদ নিয়ে কাজ করতে চাই। বিশেষ করে আপনাদের কাছে একটি অনুরোধ রাখবো আমাদের সরকার যে জিনিসটা চায় সাধারণ

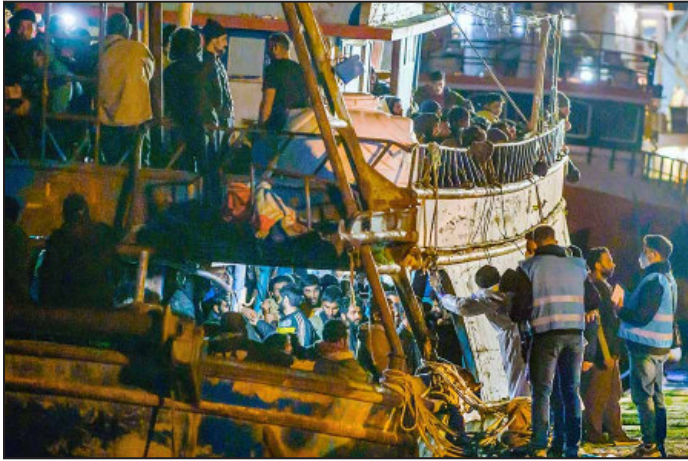


রবিবার দিল্লিতে উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়ে'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা



# সহস্রাধিক পরিযায়ী উদ্ধার ইটালিতে

ক্যালাব্রিয়ার সাগরে ডেউয়ের সঙ্গে লড়তে থাকা তিনটি নৌকাকে উদ্ধার করল ইটালির উপকূলরক্ষী বাহিনী। তার ফলে শনিবার প্রায় হাজারেরও বেশি পরিযায়ী মানুষ দক্ষিণ ইটালির উপকূলে এসে পৌঁছলেন। রক্ষী বাহিনীর একটি ভেসেলে ৫৮৪ জনকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে রেগিও ক্যালাব্রিয়া শহরে। অন্য একটি ভেসেলে সাগরে যাত্রীবোঝাই একটি জেলে নৌকা থেকে ৪৮৭ জনকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে ক্রোটন বন্দরে। সিসিলি উপকূলে উদ্ধার করা হয়েছে আরও ২০০ জনকে। এই নিয়ে বুধবার থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় ৪০০০ মানুষ ইটালিতে এলেন। গত বছর মার্চ এই সংখ্যাটা ছিল ১৩০০। গত মাসের ২৬ তারিখ ক্যালাব্রিয়ার সাগরেই পরিযায়ী বোঝাই একটি জাহাজ ভেঙে ৭৪ জনের মৃত্যু হয়েছিল। এখনও পর্যন্ত তার মধ্যে শেষ মুহূর্তে, এক কিশোরীর দেহ আজই উদ্ধার হয়েছে। ৩০ জন এখনও নিখোঁজ। উদ্ধার করা গিয়েছে ৭৯ জনকে। ইটালি সরকারের দিক থেকে কোনও গাফিলতি ছিল কি না, সে বিষয়ে



তদন্ত চলছে। যদিও জর্জিয়া মেলোনির রক্ষণশীল সরকারের দাবি, এ বিষয়ে তাদের কোনও দায় নেই। মানব পাচারকারীদের চক্রই এর পিছনে সক্রিয়। তবে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে আর না ঘটে, সে জন্য উপকূলে নজরদারি বাড়িয়েছে রক্ষী বাহিনী। সেই সূত্রেই শুক্রবার তাদের আটটি নৌকা উদ্ধার অভিযানে নামে।

নৌবাহিনীর একটি নৌকাও সঙ্গে ছিল। পরিযায়ীর স্রোত নিয়ন্ত্রণ করা আপাতত ইটালি সরকারের কাছে বড় মাথাব্যথা। মেলোনি সরকার বেসরকারি উদ্ধার-নৌকার উপরে আগল বসাতে চাইছে। গত বছরের শেষ থেকেই সরকার এই মর্মে একাধিক পদক্ষেপ করেছে। গত বৃহস্পতিবারও মেলোনি মন্ত্রিসভা মানব পাচারকারীদের জন্য

কঠোরতর শাস্তির বিধান দিয়েছে, সেই সঙ্গে আইনি অভিযাসনের রাস্তা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে উত্তর আফ্রিকার উপকূলে বেসরকারি উদ্ধার-নৌকার সংখ্যা কমেছে বেশ কিছুটা। কিন্তু পরিযায়ীদের স্রোতে ভাটা পড়েনি। এ বছর এখনও পর্যন্ত ১৭ হাজার মানুষ ইটালিতে এসেছেন, গত বছর এই পর্বে যে সংখ্যাটা ছিল ৬ হাজার।

## খুনের এক মাস আগেই বেনামি ‘সতর্কবার্তা’ পেয়েছিল পুলিশ!

তার মানসিক অবস্থা ঠিক নেই। ধর্মে আস্থাভাজনদের বিরুদ্ধে মনে বিশেষ বিদ্বেষ পুষে রেখেছে সে জার্মানির হামবুর্গের এক গির্জায় সাত জনকে খুন করে আত্মঘাতী হওয়া বন্দুকবাজ ফিলিপ এফ-এর নামে গত ফেব্রুয়ারি মাসেই এমন একটি বেনামি চিঠি এসেছিল পুলিশের কাছে। চিঠি পেয়ে গত মাসেই ফিলিপের বাড়িতে হানা দিয়েছিল পুলিশ। তবে সেই সময়ে পুলিশের সঙ্গে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছিল সে। সব কিছুর খতিয়ে দেখে এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে পুলিশ আধিকারিকদের এক বারও মনে হয়নি যে, ফিলিপের কাছে থাকা লাইসেন্সওয়ালা বন্দুকটি কেড়ে নেওয়ার কোনও প্রয়োজন রয়েছে। ফলে তাঁরা তা না-করেই সেখান থেকে ফিরে এসেছিলেন। শনিবার এই ঘটনার কথা প্রকাশ করা হয়েছে পুলিশের তরফে। বৃহস্পতিবার হামবুর্গের ‘জেহোবা উইটনেস সেন্টার’-এ এক ধর্মীয় সভা চলাকালীন বন্দুক হাতে এলোপাখাড়ি গুলি চালিয়ে মাস সাতকের এক অন্তঃসত্ত্বার গর্ভস্থ শিশুর পাশাপাশি মোট সাত জনকে খুন করে আত্মঘাতী হওয়া আততায়ী যুবক ফিলিপের সম্পর্কে উঠে আসা এই নয়া তথ্য নাড়িয়ে দিয়েছে প্রশাসনকে। যার প্রেক্ষিতে বন্দুক রাখা নিয়ে নয়া এবং আরও কড়া আইন আনার জন্য তোড়জোড় শুরু করেছে তারা। এমনটাই জানান সে দেশের অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী। যদিও ইউরোপে যে সব দেশের বন্দুক আইন সবচেয়ে কড়া তার মধ্যে রয়েছে জার্মানি। সেখানে একমাত্র ২৫ বছরের উম্মি বন্দুক রাখার আবেদন জানানো যায়। পাশাপাশি লাইসেন্স পাওয়ার আগে আবেদনকারীর বিস্তারিত মানসিক পরীক্ষাও করা হয়। এ দিন ছড়িয়ে পড়েছে হামলার সময়ের একটি ভিডিও ফুটেজ। সেখানে দেখা গিয়েছে, প্রথমে জানলা দিয়ে গুলি ছোড়ো ওই বন্দুকবাজ। এর পরে বাড়ির বেগে সভাস্থলের ভিতরে ঢুকে পড়ে সে। সেই সময়ে ভিতরে কমপক্ষে ১২ জন ছিলেন বলে দেখা যাচ্ছে ক্যামেরায়। প্রায় ৯টি ম্যাগাজিন গুলি ছোড়ার পরে নিজেকে গুলি করে ফিলিপ। এমনটাই জানিয়েছে পুলিশ। গুলি চালানোর খবর পুলিশের কাছে পৌঁছায় স্থানীয় সময় রাত ৯টা নাগাদ। এই মিনিট চারেকের মধ্যেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় তারা। স্থানীয় সেনেটর অ্যাডিথ্রোটে বলেন, “পুলিশ তৎক্ষণাৎ পদক্ষেপ করেছে বলে অনেকগুলি

## আট বছর কাজ করার পর এক নোটসে ছাঁটাই, নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানালেন গুগলের ভারতীয় কর্মী

ইউরোপ, আমেরিকার বহুজাতিক সংস্থাগুলিতে ছাঁটাই চলছে। এ বার গুগলের মূল নিয়ন্ত্রক সংস্থা মাইক্রোসফটে চাকরি গেল বেশ কয়েক জনের। ছাঁটাই হওয়া কর্মীর সংখ্যা নির্দিষ্ট ভাবে জানা না গেলেও কমবেশি ২০ জন কর্মী কাজ হারিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। ছাঁটাই হওয়া কর্মীদের মধ্যে রয়েছেন বেশ কয়েক জন ভারতীয়ও। তেমনই এক বিদায়ী কর্মী বন্দন কৌশিক জানিয়েছেন, শুধু তাঁকেই নয়, তাঁদের টিমের প্রায় সবাইকেই ছাঁটাই করেছে সংস্থা। গত বছরই গুগল, ফেসবুক, টুইটারের মতো সংস্থাগুলি প্রায় দেড় লক্ষ কর্মীকে

বসিয়ে দিয়েছিল। ৪৮০টি সংস্থা কর্মীদের বেতন কমিয়ে দিয়েছিল। বন্দন সমাজমাধ্যমে এক আবেগঘন পোস্টে লেখেন, “আমার টিমের সদস্যরা সংস্থার খারাপ অবস্থা বদলানোর জন্য অনেক পরিশ্রম করছিল। সংস্থা আগের তুলনায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মুখও দেখেছিল। কিন্তু সপ্তাহের মাঝামাঝি এসে জানতে পারলাম, আমাদের চাকরিটা আর নেই।” তবে এর জন্য সংস্থাকে কোনও দোষ দিতে চান না বন্দন। তাঁর মতে, সংস্থা তাঁকে ৮ বছর ধরে নানা দায়িত্ব দিয়েছে। তার জন্য তিনি মাইক্রোসফট কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেন। এর

পাশাপাশি নতুন চাকরি খুঁজে দেওয়ার জন্য সকলের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। সদ্য পুরনো সংস্থার অনেক সহকর্মী নানা ভাবে তাঁকে উৎসাহ দিয়েছেন বলেও জানান তিনি। বহুজাতিক সংস্থাগুলিতে ছাঁটাই চলার কারণে সব চেয়ে বেশি বিপাকে পড়ছেন প্রবাসী ভারতীয়রা। এইচ ওয়ান বি ভিসা নিয়ে যে সব ভারতীয় আমেরিকায় রয়েছেন, নিয়ম অনুযায়ী তাঁদের ৩ মাসের মধ্যে নতুন কাজ জোগাড় করতে হবে। না হলে আমেরিকা ছাড়তে হবে। এমন অবস্থায় সমাজমাধ্যমে নতুন কাজ দেওয়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছেন বন্দনের মতো অনেকেই।

## চিনের প্রধানমন্ত্রী পদে জিনপিং ‘ঘনিষ্ঠ’ লি কিয়াং, নাখুশ ব্যবসায়ী মহল

প্রেসিডেন্ট না বদলালেও বদলে গেল চিনের প্রিমিয়ার বা প্রধানমন্ত্রী। তৃতীয়বার ক্ষমতায় ফিরেই প্রেসিডেন্ট জিনপিং নিজের ঘনিষ্ঠ লি কিয়াংকে আনলেন প্রধানমন্ত্রী পদে। শনিবার চিনের পার্লামেন্টে ভোটভুক্তিতে কার্যত একপাক্ষিকভাবেই জয় পেয়েছেন লি কিয়াং। আগামী ৫ বছর চিনের প্রধানমন্ত্রী পদে থাকবেন তিনি। এদিন পার্লামেন্টে ভোটভুক্তিতে দেখা যায়, লি কিয়াংয়ের পক্ষে ভোট পড়ছে ২ হাজার ৯৩৬টি। বিপক্ষে মোটে ৩টি ভোট পড়ে। ৮ জন ভোটভুক্তি থেকে বিরত ছিলেন। পূর্বসূরি লি কিংকিয়াংকে সরিয়ে প্রধানমন্ত্রী পদে বসছেন তিনি। ওয়াশিংটন মহল বলেছে, তাঁর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কোভিড বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা। বেজিংয়ের আর্থিক বৃদ্ধির হার উর্ধ্বমুখী করা। যদিও ব্যবসায়ী মহল মোটেও খুশি নয় লি কিয়াংকে নিয়ে। সাংহাইয়ে কোভিড সংক্রমণ বাড়তে থাকায় ব্যাপক কড়াকড়ি শুরু করেছিল চিনের প্রশাসন। কঠোর নীতি প্রণয়নের নেপথ্য নায়ক ছিলেন কিয়াং। যার পর থেকে তাঁকে নিয়ে দৃষ্টি সে দেশের মানুষ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যাখ্যার বলেছেন, এই নিয়োগ ঘিরে একেবারেই অশুশি চিনের ব্যবসায়ী মহল। লি কিয়াংয়ের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, চিনের নিয়মকে পাশ কাটিয়ে অস্বাভাবিক ভাবে প্রিমিয়ার পদে বসতে চলেছেন তিনি। শুধুমাত্র জিনপিংয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুবাদেই দেশের অন্যতম শীর্ষ পদে বসছেন, এমনটাই দাবি রাজনৈতিক মহলের। প্রসঙ্গত, পাপিংগ স্টেশনের শ্রমিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু কিয়াংয়ের। চিনা কমিউনিস্ট পার্টির শ্রমিকশাখার কাজ করেছেন তিনি। পুরস্কৃতের রাজনীতিতে প্রবেশ তাঁর। ২০১৭ সাল থেকে সাংহাই শহর কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদকের পদে ছিলেন তিনি। জিনপিংয়ের ‘চিং অব স্টার’ও ছিলেন তিনি। ২০১২ সালে জিনপিং প্রেসিডেন্ট এবং কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক হওয়ার পরে কিয়াংকে কোভিড প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত করেন। সেখান থেকে ফিলিপিং ঘনিষ্ঠতার সুবাদে সাতান চিনের প্রিমিয়ার পদে বসলেন লি কিয়াং।



প্রাণ বাঁচানো গিয়েছে। না হলে নিহতের সংখ্যা বাড়ত হয়তো।” হামবুর্গের সাম্প্রতিক ইতিহাসে এটা সবচেয়ে ‘বিকারজনক অপরাধ’ বলেও দাবি করেন তিনি। তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, ফিলিপ আগে ওই ধর্মীয় সংগঠনটির সদস্য ছিল। তবে বেশ তিক্ততার মধ্যে দিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে সে। যার জেরে সংগঠনটির বিরুদ্ধে বিদ্বেষ জন্মেছিল তার মনে। যার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে, ফিলিপের নামে আসা ওই বেনামি চিঠিতেও। যেখানে লেখা ছিল, ‘ধর্মে আস্থা রাখা মানুষজনের বিরুদ্ধে মনে রাগ পুষে রেখেছে ফিলিপ। তার বিশেষ রাগ রয়েছে জেহোবা উইটনেসদের উপরে।’ এরই পাশাপাশি ওই চিঠিতে আরও দাবি করা হয়, ‘তার (ফিলিপের) হয়তো কোনও মানসিক সমস্যা রয়েছে। যদিও ডাক্তারি-ভাবে এখনও তা প্রমাণিত নয়।’

## শরিক দল আইপিএফটির

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর—এদিন ভোটের ফলাফল নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠকে মিলিত হলেন জোট সরকারের শরিক দল আইপিএফটির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। এবারের নির্বাচনে আইপিএফটি মোট ছয়টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও একমাত্র একটি আসনে জয় ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়। জেলাইবাড়ি কেন্দ্র থেকে শুক্লচরণ নোয়াতিয়া ছাড়া দলের আর কোন প্রার্থী জয়ের মুখ দেখেনি। তাই জোটের শরিক দল হওয়ার সুবাদে মন্ত্রিসভায় স্থান পেলেন আইপিএফটির একমাত্র নির্বাচিত বিধায়ক শুক্লচরণ। দলের নতুন মন্ত্রীকে সংবর্ধনা জানানোর পাশাপাশি ভোটের ফলাফল পর্যালোচনা করতাই এদিন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা বৈঠকে বসেন। বৈঠক শুরুর আগেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বননিযুক্ত মন্ত্রীকে সংবর্ধনা জানান। পরে ভোটের ফলাফল ও দলের চরম ভরাডুবি নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করলেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। প্রাক্তন মন্ত্রী তথা দলের সভাপতি প্রেমজিত রিয়াং এর পৌরহিতোই অনুষ্ঠিত হয় এদিনের এই সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান ও পর্যালোচনা বৈঠক। এই কর্মসূচি প্রসঙ্গে মন্ত্রী নোয়াতিয়া জানান, গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকে কিভাবে আগামী দিন সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করে তোলা যায় এবং জোট সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গুলি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা হবে বৈঠকে।

যে অপরাধীরা ধর্ষণ ও খুনের মতো অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত তারা কেউ বিয়ে করতে পারবে না। এমনই আইন আনতে চলেছে ব্রিটেন। আগামী সপ্তাহেই এই বিল পেশ করা হতে পারে। বিরোধিতার সত্তাবনা থাকলেও ডাউনিং স্ট্রিট আত্মবিশ্বাসী এই বিল পাশ করিতে অসুবিধা হবে না। আইন সচিব ডমিনিক রাবের এই বিলে বলা হয়েছে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত খুনি ও ধর্ষকরা কখনও বিয়ে করতে পারবে না। সিরিয়াল কিলার লেডি বেলফিল্ড বিয়ের আরজি জানিয়েছিল আদালতে। সেই সময় ডমিনিক জানিয়েছিলেন, এমন প্রস্তাব আত্মবিশ্বাসী। এই ধরনের প্রস্তাবে সাড়া দেওয়া উচিত হবে না যদি না গুরুতর নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগের



সমাধান না করা হয়। এরপরই এই সংক্রান্ত বিলটি তৈরি করেন তিনি। যা আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই পেশ করা হবে। ক্যাবিনেটের সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে লেখা তাঁর একটি চিঠি ফাঁস হয়ে গিয়েছে সংবাদমাধ্যমে। সেখানে তাঁকে এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে। উল্লেখ্য, গত বছর ব্রিটেনের ৬০ জন অপরাধী বিয়ের আবেদন করেছে। তবে আগেই বিলটি পেশ করার কথা ছিল। কিন্তু আশঙ্কা রয়েছে, ইউরোপীয়ান কনভেনশনের মানবাধিকার সংক্রান্ত আইনের ১২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একে চ্যালেঞ্জ করা হতে পারে। ওই অনুচ্ছেদে বিয়ের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তবুও ডাউনিং স্ট্রিট আত্মবিশ্বাসী আইনটি প্রণয়ন করার ব্যাপারে।





## ক্রীড়া সংবাদ



### সুপার ডিভিশনে জয় ছিনিয়ে সংহতি সুরক্ষিত, কসমো-র অবনমন

সংহতি:- ৩১৯/৬(৫০), কসমোপলিটন:- ২১৭/১০(৪৩.৪)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মার্চ। দুর্দান্ত জয় সংহতির। এর সুবাদে সুপার ডিভিশনে টিকে থাকার বিষয়টি সুনিশ্চিত হলো। পঞ্চাশতের বিজিত কসমপলিটনের কাছে অবনমনটাও একেবারে নিশ্চিত হলো আজ। খেলা ছিল ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন লিগ ক্রিকেটের ফিরতি লেগের। নরসিংগড়ের পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে সংহতি ক্লাব বনাম কসমোপলিটন ক্লাবের ম্যাচ। দু-দলের আরো একটি করে ম্যাচ বাকি রয়েছে। তবুও কসমোপলিটনের একান্তিক ইচ্ছে ছিল অস্তঃপক্ষে একটা জয়ের স্বাদ উপভোগের। ক্রায়ত সংহতি ১০২ রানের ব্যবধানে কসমোপলিটনকে পরাজিত করেছে। সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে কসমোপলিটন প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। শুরুতে ব্যাটিংয়ের সুযোগ কাজে লাগায় সংহতি। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে ৩১৯ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে কৌশল আচার্যের ১১৯ রানের পাশাপাশি অধিনায়ক নিরুপম সেন চৌধুরীর ৭৩ রান, সম্রাট সূত্রধরের ৫২ রান ও অমিত আলীর ৩৮ রান উল্লেখযোগ্য। কৌশল ১২৫ বল খেলে ১৩ টি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১১৯ রান সংগ্রহ করে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাবওজিতে নেয়। কসমোপলিটনের রিয়াজ উদ্দিন দুটি এবং দেবপ্রসাদ সিংহ, সাহিল সুলতান, ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ ও সৌরভ দাস একটি করে উইকেট পেয়েছে। পাক্টা ব্যাট করতে নেমে কসমোপলিটনের ব্যাটসমেনের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্যোগের ঘাটতি না থাকলেও তিন শতাধিক রানের টার্গেট তাদের পক্ষে দূরত্ব থেকে। ৪৩.৪ ওভার খেলে ২১৭ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে সৌরভ দাসের অপরাধিত ৪৩ রান এবং অভিষেক শর্মা ও নিনাদ কদম দুজনের ৪০ করে রান উল্লেখ করার মতো। সংহতির স্বরাব সাহানি, সঞ্জয় মজুমদার ও নিরুপম সেন চৌধুরী প্রত্যেকে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। এছাড়া, শাহরুখ হোসেন, প্রতীক সারগাড়ে, অমিত আলী ও সম্রাট সূত্রধর পেয়েছে একটি করে উইকেট।

### ক্রীড়া পর্বদের উদ্যোগে স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরে ব্যাপক সাড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মার্চ। ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের উদ্যোগে স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। যেমন অসাধারণ উদ্যোগ, তেমনি দারুন সাফল্য। প্রত্যাশার চেয়েও বেশি সংখ্যক স্বেচ্ছা রক্তদাতা শিবিরে সামিল হয়েছেন এবং রক্তদানে আত্মনিয়োগ করে অন্যদেরকেও স্বেচ্ছা রক্তদানে উৎসাহ যুগিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৯ জন মহিলা স্বেচ্ছা রক্তদাতার উপস্থিতি আরও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে পদ্মশ্রী, অলিম্পিয়ান জিমনার্স্ট দীপা কর্মকার, স্পোর্টস কাউন্সিলের জয়েন্ট সেক্রেটারি সন্ন্যাসী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অতিথিবর্গ তাদের সংক্ষিপ্ত ও প্রাসঙ্গিক বক্তৃতায় স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের সামাজিক ও আর্থিক দায়বদ্ধ মাজসেবার ভূয়সী প্রশংসা করেন। আগামী দিনেও তাঁরা এবং তাঁদের উৎসাহে অনুপ্রাণিত অন্যরাও স্বেচ্ছা রক্তদানে সামিল হতে আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, শুধু সদর মহকুমা নয়, সুদূর সিপাহীজলা, ধলাই এমন কি দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া মহকুমা থেকেও স্বেচ্ছা রক্তদাতারা শিবিরে সামিল হয়েছেন। বলা বাহুল্য, স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হওয়ায় ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদও জানানো হয়।

### স্পোর্টস ক্যারারে সংস্থার উদ্যোগে মার্শাল আর্টের প্রস্তুতি জোরকদমে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মার্চ। জোরকদমে চলছে প্রস্তুতি। আসন্ন মরশুমে সাফল্য পাওয়ার জন্য। ত্রিপুরা স্পোর্টস ক্যারারে সংস্থার উদ্যোগ। প্রাস্তিক ক্লাবে খেলোয়াড়দের প্রস্তুতি দেখতে রবিবার হাজির হয়েছিলেন রাজ্য সংস্থার সভাপতি দিব্যানন্দ দত্ত। অত্যন্ত দক্ষতা এবং নিপুণতার সঙ্গে খেলোয়াড়দের অনুশীলন দিচ্ছেন কোচ কৃষ্ণ সূত্রধর। ইতিমধ্যে ওই সেন্টার থেকে প্রতিষ্ঠা সাহা, রীতিমা পাল, বৈভব দেবনাথ, আমৃশি মজুমদার এবং আরশি মজুমদার রাজ্যের পাশাপাশি জাতীয় আসরে সাফল্য পেয়েছে। সাফল্যের ধারা যাতে আগামীদিনেও বজায় থাকে তা মাথায় রেখেই চলছে প্রস্তুতি। এদিন খেলোয়াড়দের সঙ্গেও দীর্ঘসময় কথা বলেন রাজ্য সংস্থার সভাপতি। কার কী সমস্যা, উন্নতি করতে কার কী দরকার যাবতীয় কিছু জেনে নেন সভাপতি। পাশাপাশি প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের উৎসাহিতও করেন। খেলোয়াড়দের সুরক্ষায় মার্শাল আর্ট অত্যন্ত জরুরি। তা মাথায় রেখেই উন্নত প্রশিক্ষণ দিয়ে চলছেন কোচ তথা রাজ্য সংস্থার সচিব কৃষ্ণ সূত্রধর।

## জাডেজার উপর ক্ষিপ্ত গাওস্কর! দায়িত্বজ্ঞানহীন শটে আউট হওয়ায় রেগে আগুন সানি

ক্রিকেট জমে গিয়েছিলেন। বিরাত কোহলির সঙ্গে জুটি বেঁধে রানও তুলছিলেন। আচমকই ছন্দপতন। খারাপ শট খেলতে গিয়ে আমদাবাদ টেস্টে চতুর্থ দিনের শুরুতেই উইকেট হারালেন রবীন্দ্র জাডেজা। আউট হওয়ার ধরন নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। শান্ত মাথায় খেলতে থাকা জাডেজা হঠাৎই আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে গিয়ে উইকেট খোয়ান। জাডেজাকে নিয়ে ক্ষিপ্ত সুনীল গাওস্কর ম্যাচের মাঝেই স্কোড উগরে দিলেন। চতুর্থ দিনের অষ্টম ওভারে ফিরে যান জাডেজা। তৃতীয় দিনের শেষ দিকে এবং চতুর্থ দিনের শুরুতে তাঁকে বেশ শান্ত দেখাচ্ছিল। অষ্টম ওভারে টড মারফির বিরুদ্ধে আচমকই আগ্রাসী হয়ে ওঠেন তিনি। সব বলই আড়াআড়ি ভাবে খেলছিলেন। মারফির একটি ফ্লাইট হওয়া বলে কভার ড্রাইভ মেরে আরও বেশি আগ্রাসী হয়ে ওঠেন তিনি। ধারাভাষ্যে থাকা গাওস্কর তখনই বলে ওঠেন, “আরে, ও কী



করছে? হঠাৎ এ ভাবে খেলছে কেন? কেউ কি ওকে কিছু বলেছে?” মারফি বুঝতে পেরেছিলেন, জাডেজার মনসংযোগ বিঘ্নিত হয়েছে। তিনি একই জায়গায় বল ফেলতে থাকেন। এক বার মিড-অনে

অন্নের জন্যে বেঁচে যান জাডেজা। পরের বলেই মিড-অনে উসমান খোয়াজার হাতে ক্যাচ দেন। ধারাভাষ্যে গাওস্কর বলেন, “ও রকম শট খেলার কি দরকার ছিল? কোহলি মোটেও খুশি হয়নি। সাজঘরের কেউ খুশি হয়নি এটাও

হলফ করে বলতে পারি। দ্রাবিড় নিজেও এ ধরনের শটকে মোটেও সমর্থন করবে না। ও নিজে ক্রিকেটজীবনে দায়িত্ব নিয়ে ইনিংস খেলেছে। সে জায়গায় এই মুহূর্তে জাডেজার দায়িত্বজ্ঞানহীন শট মেনে নেওয়া যায় না।”

## প্রীতি ক্রিকেট : বিশ্বজিভের ৫ উইকেট ডেন্টাল সংস্থাকেও হারালো জেআরসি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মার্চ। জয়ের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখলো সাংবাদিক ক্রিকেটারদের দল “জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব”। প্রতি বারের মতো এবারও ইন্ডিয়ান ডেন্টাল এসোসিয়েশন, ত্রিপুরা রাজ্য শাখার সঙ্গে এক প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ খেলেন সাংবাদিক ক্রিকেটাররা। ভোলাগিরির বিপরীতে ভগৎ সিং মাঠে রবিবার রোমাঞ্চকর এই ম্যাচে সাংবাদিক ক্রিকেটাররা চার উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো ডেন্টাল চিকিৎসকদের সংস্থা আইডিএ-টিএসবি’কে। টসে জয় লাভ করে ডেন্টাল এসোসিয়েশনের অধিনায়ক ডাঃ মুতাজুজ্জামান প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন। যাকে কাজে লাগায় দলের ক্রিকেটাররা। নির্ধারিত ২০ ওভারে ১০ উইকেটের বিনিময়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ১৪০ রান। ব্যাট হাতে দলের পক্ষে ডাঃ প্রলয়দীপ নাথ ৩৮, ডাঃ মুতাজুজ্জামান ২৪, ডাঃ পিনাক দাসের ২১ রান উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের পক্ষে বিশ্বজিৎ দেবনাথ ২৬ রানের বিনিময়ে একাই পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে বেশ সাফল্য পেয়েছে। এছাড়া, অনির্বীণ দেব দুটি এবং প্রসেনজিৎ সাহা ও মেঘদেব দেব প্রত্যেকে একটি করে উইকেট। অধিনায়ক অভিষেক দে ও জাকির হোসেনের আটোঁসাঁটো বোলিংও ছিল উল্লেখ করার মতো। জয়ের জন্য জেআরসি-র সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ১৪১ রানের। যাকে তাড়া



করতে নেমে জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব শেষ পর্যন্ত ১৯.১ ওভার খেলে ৬ উইকেটের বিনিময়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান হালিস করে নেয়। ব্যাট হাতে সাংবাদিক দলের পক্ষে বাপন দাস অপরাধিত ভূমিকায় সর্বাধিক ৪৪ রান সংগ্রহ করে দলকে জয় এনে দেয়। এছাড়া, মেঘদেব দেবের ২৭ রান, মিল্টন ধরের ২২ রান ও সুব্রত দেবনাথের ২০ রান উল্লেখযোগ্য। তাপস দেব ও দিব্যানন্দ দে-র পারফরম্যান্সও ছিল উল্লেখ করার মতো। ডেন্টাল এসোসিয়েশনের বোলার ডাঃ দেবশীষ সিনহা ১৭ রানে চারটি এবং ডাঃ প্রিয়াক্ষর চক্রবর্তী ও ডাঃ অন্তিম শীল একটি করে উইকেট

পেয়েছে। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে ম্যান অফ দ্য ম্যাচের খেতাব পেয়েছে জেআরসি-র বিশ্বজিৎ দেবনাথ। এছাড়া, সেরা বোলার হিসেবে ডেন্টাল এসোসিয়েশনের ডাঃ দেবশীষ সিনহা, সেরা ব্যাটসম্যান বাপন দাস, সেরা ফিল্ডার হিসেবে অনির্বীণ দেব-কে সুদৃশ্য টুফিতে সম্মানিত করা হয়েছে। মাঠে উপস্থিত থেকে ম্যাচ উপভোগ করেন ইন্ডিয়ান ডেন্টাল এসোসিয়েশন ত্রিপুরা স্টেট ব্রাঞ্চের সচিব ডাঃ সজল নাথ। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন আম্পায়ার সুকান্ত সাহা, বাপন হোসেন ও সবুজ খান। খেলা শেষে মাঠেই আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে আইডিএ ত্রিপুরা

স্টেট ব্রাঞ্চের সিনিয়র ডেন্টাল সার্জন ডাঃ রণবীর রায়, ডাঃ দীপ দত্ত, জেআরসি-র সভাপতি তথা বরিত্ত সাংবাদিক সূত্রধর দেবনাথ, সম্পাদক তথা আগরতলা প্রেসক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক অভিষেক দে, সিনিয়র সাংবাদিক অরিন্দম চক্রবর্তী প্রমুখ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। ব্যস্ততম দুই প্রফেশনে নিয়োজিত সত্ত্বেও দু-দলের সম্প্রীতির বাতাবরণ আটু রাখতে আগামী দিনেও এজাতীয় প্রীতি ম্যাচ জারি রাখার প্রয়াস থাকবে বলে দু-দলের পক্ষ থেকে ডাঃ রণবীর রায় ও অভিষেক দে আশা ব্যক্ত করেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।



## বিজয় মিছিলকে সামনে রেখে সাংগঠনিক সভা



খবর দিনভর প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মার্চ। রাজ্যে দ্বিতীয়বারের মত জন্য একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার রাজ্য জুড়ে কর্মী সমর্থকদের মধ্যে খুশির জোয়ার বইছে। প্রতিটি বিধানসভায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিজয় মিছিল। ইতিমধ্যেই রাজ্যের প্রায় সবকটি বিধানসভা এলাকাতেই বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। আগামী ১৪ মার্চ ৮ নং টাউন বড়দোয়ালী মন্ডলের বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত হবে। এই বিজয় মিছিলকে সামনে রেখে এক সাংগঠনিক সভার আয়োজন করা হয়। সাংগঠনিক সভায় উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, ভারতীয় জনতা পার্টির সদর জেলার সভাপতি অসীম ভট্টাচার্য, মন্ডল সভাপতি সঞ্জয় সাহা সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। উল্লেখ্য এই কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা। বর্তমানে তিনি দিল্লিতে অবস্থান করছেন। সোমবার রাজ্যে ফিরে আসবেন তিনি। তাই আগামী ১৪ মার্চ অর্থাৎ মঙ্গলবার বিজয় মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে।

## বিবেকানন্দ ময়দানে শ্রেষ্ঠ ভূবন সামাজিক সংস্থার সাফাই অভিযান



খবর দিনভর প্রতিনিধি, আগরতলা।। সামাজিক নজির রেখে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে শ্রেষ্ঠ ভূবন সামাজিক সংস্থা। সুস্থ এবং সুন্দর শহর গড়ার আগরতলা পুর নিগমের কাজের সাথে যোগেছে যুগ্ম শিশন চালিয়েছেন। রবিবার সকালে সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরায় ল্যান্ডবন্দী হয়েছে আগরতলা বিবেকানন্দ ময়দানে সাফাই কর্মসূচী সংগঠিত করেছেন সংস্থার কর্মকর্তারা। সকালবেলায় শ্রীরচর্যা আসা প্রত্যেকের স্বচ্ছ এবং সুন্দর মাঠের উপহার দিতে সরকারের কাজকে গতিমততা প্রদান করেছেন। শ্রেষ্ঠ ভূবন সামাজিক সংস্থার সভাপতি বিপ্লব কান্তি ভৌমিক বলেন, ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহাৰ ভাবধারায় বিশ্বাসী হয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। সরকারের কাজে সামাজিক সংস্থা হিসাবে বরাবর শ্রেষ্ঠ ভূবন কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সমাজের সকল মানুষ এই দায়বদ্ধতায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানানেন বিপ্লব কান্তি ভৌমিক।

## ভোট ফলাফল পর্যালোচনা ও সম্বর্ধনা সরকারের শরিক দল আইপিএফটির

নিজস্ব প্রতিনিধি আগরতলা।। রাজ্যের বিধানসভা ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া শেষ হবার পর ইতিমধ্যেই গঠিত হয়েছে নতুন মন্ত্রিসভা। মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহাৰ নেতৃত্বে দ্বিতীয় জোট সরকারের মন্ত্রীরা এখন দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন। রাজ্য রাজনীতিতে অনেকটা নজির সৃষ্টি করে নতুন মন্ত্রিসভার পথ চলা যখন শুরু, ঠিক তখন অনাদিকের রাজনৈতিক দলগুলি ভোট ফলাফল নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠকে যেন ব্যস্ত। একই সাথে চলছে এখন সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে নবনিযুক্ত বিধায়ক বিধায়িকা ও নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের সংবর্ধনা জ্ঞাপনের কর্মসূচি। রবিবার সরকারি ছুটির দিন এমনটাই দেখা গেল আগরতলা প্রেসক্লাবে।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন—

## উনকোটি কলাক্ষেত্রে সংবর্ধনা দেওয়া হলো নবনির্বাচিত মন্ত্রী টিংকু রায়কে



খবর দিনভর প্রতিনিধি কৈলাসহর।। চন্ডিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত বিধায়ক তথা মন্ত্রী টিংকু রায়কে সংবর্ধনা বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ উনকোটি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে রবিবার কৈলাসহরের উনকোটি কলাক্ষেত্রে মন্ত্রী টিংকু রায়কে সংবর্ধিত দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী টিংকু রায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারম্যান চন্দ্রা রানী দেবরায়, বিশিষ্ট সমাজসেবী সিদ্ধান্ত দত্ত, পিন্টু ঘোষ, বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চের উনকোটি জেলা কমিটির সভাপতি প্রশান্ত গোয়ালা, গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান নারান সিংহ সহ সংগঠনের অন্যান্য



পদাধিকারীরা। সংগঠনের তরফে মন্ত্রী টিংকু রায়কে উত্তরীয় এবং বিবেকানন্দের ছবি সহ আরও অন্যান্য সামগ্রী তার হাতে তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রচুর সংগঠনের সদস্যরা অংশ নেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চের পক্ষ থেকে উনাকৈ সংবর্ধিত করার উদ্দেশ্যে খুবই খুশী। তবে, মন্ত্রী বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চের প্রতিটি কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ এই সংগঠনের নাম থেকেই বুঝা যায় এটা রাষ্ট্রবাদী সংগঠন। এই সংগঠনে থেকে সাধারণ মানুষদের হয়রানি করা হবে এটা মানা যাবে না।

## বিজয় মিছিল শেষে বাড়ি যাবার পথে

### দুর্ঘটনাপ্রস্তু যুবকের মৃত্যু

#### নিজস্ব প্রতিনিধি আগরতলা।।

বিজয় মিছিল থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় গোটা মহারানী এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া রাজ্যে টানা দ্বিতীয়বারের মতো দল প্রশাসনিক ক্ষমতায় আসায়, প্রদেশ নেতৃত্বের নির্দেশ শনিবার গোটা রাজ্যের প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় সংঘটিত হয় বিজয় উৎসব। আর এই বিজয় উৎসব থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনা গ্রহণ হয়ে এবার মৃত্যু হল এক তরুণ যুবকের। মৃত যুবকের নাম আলমগীর হোসেন। বয়স ২৪ বছর। ঘটনা তেলিয়ামুড়া মহারানী এলাকায়। জানা যায়, শনিবার তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত মহারানী এলাকায় বিজয় মিছিল থেকে অটো গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় মহারানী এলাকায় একটি ১২ চাকার লরি এবং অটো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে গুরুতর আহত হন অটোতে থাকা আলমগীর মিয়া নামে ২৪ বছরের এক যুবক। এই দুর্ঘটনার বিষয়টি স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে রক্তাক্ত অবস্থায় আলমগীরকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্মরত চিকিৎসকরা আহত যুবকের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ার কারণে সঙ্গে সঙ্গে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে রেফার করে। আহত যুবক আলমগীরকে জিবি হাসপাতালে আনার পর চিকিৎসা চলাকালীন রবিবার মৃত্যুর কুলে চলে পড়ে। পরে তার মৃতদেহটি ময়না তদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আলমগীরের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই হাসপাতাল চত্বরে কায়র ভেঙে পড়ে তার মা-বাবা সহ আত্মীয় পরিজনরা। এদিকে জানা যায় দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা ১২ চাকা লরিটি সহ চালককে আটক করে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। মৃত যুবকের পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয় গাড়ি চালকের বিরুদ্ধে তেলিয়ামুড়া থানায় একটি মামলা দায়ের করা হবে।

## সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করলো গণতান্ত্রিক নারী সমিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি আগরতলা।। ১৯৮১ সালের ১২ই মার্চ তৎকালীন মাদ্রাজে সর্বভারতীয় প্রথম সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ হয়েছিল সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি। দেশের মেয়েদের অধিকার ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রসেই এই সংগঠনের আত্মপ্রকাশ। রবিবার ছিল সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস। বিগত দিনের মতো এবারও দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সাথে রাজ্যে সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করলো নারী সমিতির সদস্যরা। এদিন সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবসে রাজ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে মূল অনুষ্ঠানটি হয়, আগরতলা মেলারমাঠ স্থিত ভানু ঘোষ স্মৃতিভবন প্রাঙ্গণে। সেখানে আয়োজিত কর্মসূচিতে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি রমা দাস। পরে শহীদ বেন্দীত মালদান করে শ্রদ্ধা জানান রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ বর্ণা দাস বৈদ্য, সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা সহ উপস্থিত নেতৃত্ব। সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবসে তাৎপর্য তুলে ধরে এদিন নারীনেত্রী রমা দাস বলেন, মেয়েদের অধিকার, রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রসেই এই সংগঠনই লড়াইয়ের প্রথম সারিতে। রাজ্যে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে সংগঠন প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করছে। নির্বাচনের পর যেভাবে সন্ত্রাস চলছে তা থেকে রেহাই পাচ্ছে না মহিলা শিশু থেকে শুরু করে সব অংশের মানুষ। তাই এই সন্ত্রাস বন্ধ করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে দাবী জানান তিনি।

## পার্কিং করে রাখা গাড়ি চুরির ঘটনায় রামনগরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিনিধি আগরতলা।। নির্বাচনী প্রক্রিয়া শেষ হতেই রাজধানী আগরতলাসহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় অনেকটা বেড়ে গেছে চোরের উপদ্রব। প্রায় প্রতিরাতেই পুলিশকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে নির্জনতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চোর চক্র হাত সাফাই করে চলেছে। বাড়ির ঘর বাসারী প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে চুরির ঘটনা এখন নিত্যদিনের বিষয়। এবার চোরচক্র হাতিয়ে নিল আন্তা একটি গাড়ি। ঘটনা আগরতলা রামনগর তিন নম্বর রোড এলাকায়। জানা গেছে অন্যান্য দিনের মতো শনিবার রাতেও টাটা এইচ গাড়ির মালিক রাস্তার পাশে গাড়িটি পার্কিং করে বাড়ি চলে যায়। রবিবার সকালে গাড়ির মালিক পার্কিং স্থানে এসে প্রত্যক্ষ করেন গতরাতে রাখা গাড়িটি সেখানে নেই। তখন তিনি হয়তো ভেবেছিলেন পার্কিংয়ের পাশেই যেহেতু একটি নতুন বিস্ত্রং এর কাজ চলছিল, তাই গাড়িটি অন্য কোথাও সরিয়ে রাখা হতে পারে। তখন পার্শ্ববর্তী লোকদের কাছ থেকে জানতে চাইলে কোন সদউত্তর পায়নি গাড়িটির মালিক। এরপর অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও গাড়িটির কোন সন্ধান না পেয়ে মালিক বাধ্য হয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়। ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ। যদিও এখনও পর্যন্ত চুরি যাওয়া গাড়িটির সন্ধান করতে পারেনি পুলিশ। জনবহুল এলাকা থেকে এভাবে রাস্তার পাশে পার্কিং করে রাখা গাড়ি চুরির ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই স্থানীয়দের মধ্যে নতুন করে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে এখন।



আজ রবিবার ভারতীয় মজদুর সংঘ গভাছড়া মহকুমার পক্ষ থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রবাদী সরকারের মন্ত্রী পরিষদের ধন্যবাদ ভূক্তে জ্ঞানিয়ে গভাছড়া মহকুমার ভারতীয় মজদুর সংঘের উদ্যোগে গভাছড়া মহকুমার বিভিন্ন পথ পরিভ্রমণ করে ধন্যবাদ রেলীর এর আয়োজন করা হয়। এই রেলীর নেতৃত্বে ছিলেন ভারতীয় মজদুর সংঘের সভাপতি সুভাষ চাকমা সহ অন্যান্যরা।